Dir (A&F)
DD (A)
please send endorse copy to all principal & proper letter will be signed by DD (A) 18-09-17

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
(প্রশাসন শাখা)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পরিবহন পুল ভবন (৯ম তলা)
সচিবালয় লিঙ্ক রোড, ঢাকা-১০০০।
http://br.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং- ৪৬.০৪.০০০০.১০১.১৮.০০১.১৭-৭৬৮

তারিখঃ ৩০-০৫-১৪২৪ / ১৪-০৯-২০১৭

বিষয় ঃ- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ও বিধিমালা আনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় জন্ম নিবন্ধন সনদ পরীক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারী কর্তৃক ছাত্র/ছাত্রীর বয়স পরিবর্তনে প্ররোচনা প্রদান হতে বিরত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ এর ১৮ ধারা এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৭ এর বিধি ২৪ অনুযায়ী স্কুলে ভর্তি ও জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যুসহ মোট ১৭টি ক্ষেত্রে বয়স প্রমানের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

২। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আইন ও বিধিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বয়স প্রমানের সপক্ষে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জন্ম নিবন্ধন সনদ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহন করা হয় না, যার দরুন পরবর্তীকালে অনেক ছাত্র/ছাত্রীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন বিভাগ/জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠানকালে জানা যায়, কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা অন্য কোন শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীর বয়স পরিবর্তনের জন্য ছাত্র/ছাত্রী এবং ক্ষেত্র বিশেষে অভিভাবকদের পরামর্শ প্রদান এমনকি প্ররোচনা করে থাকেন, যা সম্পূর্ণ বেআইনী এবং নৈতিকতা বিবর্জিত। অনুরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের বয়স বাড়ানো বা কমানোর জন্য বিভিন্ন অসাধু পন্থায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন অফিসকে অনুরোধ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে থাকেন, যা মোটেও কাম্য নয়।

৩। বর্ণিতাবস্থায়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ পূর্বক প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে বয়সের প্রমানক হিসেবে জন্ম নিবন্ধন সনদের বাধ্যতামূলক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ছাত্র/ছাত্রীর বয়স পরিবর্তনের জন্য অনৈতিক পরামর্শ বা প্ররোচনা প্রদানে বিরত থাকার জন্য তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগনকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

(শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি)
রেজিস্ট্রার জেনারেল (অতিরিক্ত সচিব)
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
ফোনঃ ৯৫৫৬৬০৬
ই-মেইলঃ onlinebris@gmail.com

কার্যক্রম ঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।
২। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
৩। রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বাজার, গাজীপুর।
৪। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
৫। মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ২৩২/১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা,ঢাকা-১২১৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-০৩
৩৭/৩/এ,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.dme.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০১.৩০.০০১.১৭-৬৪৭

তারিখঃ ১৯.০৯.২০১৭ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন),মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন-৯৩৪৫১৬৭, ইমেইল: dgdmeb@gmail.com

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১. অধ্যক্ষ, সরকারি মাদরাসা -ই-আলিয়া, ঢাকা/ সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট/ সরকারি মোস্তাফাবিয়া মাদরাসা, বগুড়া
২. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)[তাঁর জেলার সকল মাদরাসায় জন্মও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ও বিধিমালা অবহিতকরণের অনুরোধসহ]
৩. অধ্যক্ষ/সুপার (সকল মাদরাসা প্রধানকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে জন্মও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ও বিধিমালা অনুসরণের নির্দেশনাসহ)
৪. অফিস কপি।

অধ্যায়-৪

বিবিধ

১৮। **জন্ম বা মৃত্যু সনদের সাক্ষ্য মূল্য।**—(১) কোন ব্যক্তির বয়স জন্ম ও মৃত্যুবৃত্তান্ত প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন অফিস বা আদালতে বা স্কুল-কলেজে বা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এই আইনের অধীন প্রদত্ত জন্ম বা মৃত্যু সনদ সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচ্য হইবে।

(২) নিবন্ধন সংক্রান্ত সকল নথিপত্র ও নিবন্ধন বহি The Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর Public Documnent (সাধারণ দলিল) যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে Public Document (সাধারণ দলিল) বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে বয়স প্রমাণের জন্য এই আইনের অধীন প্রদত্ত জন্ম সনদ ব্যবহার করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) পাসপোর্ট ইস্যু;

(খ) বিবাহ নিবন্ধন;

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি;

(ঘ) সরকারী, বেসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদান;

(ঙ) ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু;

(চ) ভোটার তালিকা প্রণয়ন;

(ছ) জমি রেজিস্ট্রেশন; এবং

(জ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন ক্ষেত্রে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্ম সনদ ব্যতীত ভর্তি করিতে পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে ভর্তির পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জন্ম সনদ উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে অন্য কোন আইনের অধীন কোন জন্ম ও মৃত্যুর সনদ উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে ব্যবহার করা যাইবে।

১৯। **জনসেবক।**—নিবন্ধক, the Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ public servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। **আপীল।**—নিবন্ধকের কোন আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদেশের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

২৪। **জন্ম সনদের ব্যবহার।**—বয়স প্রমাণের জন্য আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহের অতিরিক্ত নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে আইন বা এই বিধিমালার অধীন অথবা রহিত কোন আইন বা বিধিমালার অধীন প্রদত্ত জন্ম সনদ বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি ব্যবহার করা যাইবে, যথা :—

(ক) ব্যাংক হিসাব খোলা;

(খ) আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স প্রাপ্তি;

(গ) গ্যাস, পানি, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি;

(ঘ) ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর প্রাপ্তি;

(ঙ) ঠিকাদারী লাইসেন্স প্রাপ্তি;

(চ) বাড়ির নক্সার অনুমোদন প্রাপ্তি;

(ছ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি;

(জ) ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি;

(ঝ) টিকাদান কর্মসূচিসহ যে কোন চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি;

(ঞ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে যে কোন সেবা প্রাপ্তি; এবং

(ট) সরকার, সরকারি গেজেটে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য যে কোন ক্ষেত্রে।

২৫। **আপীল নিষ্পত্তি।**—(১) আপীল সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য আপীল কর্তৃপক্ষ তজ্জন্য নির্ধারিত জন্ম ও মৃত্যু আপীল রেজিস্টার ব্যবহার করিবে।

(২) আপীল আবেদন দাখিলকালে আপীলকারীকে শুনানি প্রদান ও দাখিলকৃত দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া আপীল আবেদনটি যুক্তিসংগত মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে আপীল কর্তৃপক্ষ পূর্ণাঙ্গ শুনানির তারিখ নির্ধারণ করিবে এবং উক্ত তারিখে দলিলাদিসহ নিবন্ধককে উপস্থিত থাকিবার জন্য সমন জারি করিবে।

(৩) উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ ও দাখিলকৃত দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া আপীল কর্তৃপক্ষ তর্কিত আদেশ বাতিল করিয়া নিবন্ধককে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিয়া অথবা তর্কিত আদেশ বহাল রাখিয়া উভয় পক্ষের নিকট আপীল আদেশের কপি প্রেরণ করিবে।

(৪) আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) কার্য দিবসের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করিবেন এবং নিবন্ধক আপীল কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উহা বাস্তবায়ন করিবেন।

(৫) আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষের আদেশের দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত পক্ষ আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।